গজেন্দ্রান্বয়।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ষ্ট্রীট ৮০ নং কলিকাতা প্রেসে

শ্রী গজেন্দ্রনাথ ঘোষাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮১ সাল।

ইংরাজী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ

ভূমিকা।

আমি এক দিবস কতিপয় বন্ধু বান্ধবগণ সহ কোন এক সম্ভ্রান্ত মহাত্মার সভামন্দিরে উপবিষ্ট আছি এমত সময়ে বোড়াল গ্রামবাসী প্রাচীনতম দ্বিজবর শ্রীযুক্ত সনাতন শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে স্বর্গগত মহাত্মা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিতে লাগিলেন, উক্ত কীর্ত্তিকলাপ ঈদৃশ সদ্গুণগ্রামযুক্ত, যে তাহা শ্রবণ সমকালেই মদীয় চিত্তক্ষেত্রে এইরূপ ভাবের উদয় হইল যে, এবম্বিধ অশেষ গুণনিধান কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ জনসমাজে সর্ব্বসাধারণের বিদিত হইলে সকলেই তদনুযায়ী সদনুষ্ঠানে রত হইতে পারেন এতদ্বিবেচনায় বশবর্ত্তী হইয়া সাতিশয় সমস্ত সভ্য ও কবিগণ সমক্ষে [illegible] করিয়া কহিলাম যে আমি উপর্য্যুক্ত মহাত্মার [illegible] মনোহারিণী লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের সুগোচর করিতে সমুৎসুক হইয়াছি। [illegible] ও সভামহোদয় মহাশয়েরা এতদাকর্ণনে আমাকে সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন যে যদ্যপি আপনি ঈদৃশ সদনুষ্ঠানসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন তবে আমরা সবিশেষ সন্তোষ লাভ করি। কিয়দ্দিনানন্তর আমি উক্ত দিগের সন্তোষ সাধনমানসে গজেন্দ্রাম্বগ

নামক এই অভিনব জীবনচরিত খানি যথাজ্ঞান রচিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত কোবিদবর্গকে শ্রবণ করাইলাম। তাঁহারা শ্রবণান্তে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক এমত ভাব প্রকাশ করিলেন যে, প্রবন্ধটী মুদ্রাঙ্কিত হওনের উপযুক্ত বটে, তদনুসারে আমি উৎসাহান্বিত হইয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। অধুনা গুণিগণ মরালবৎ অসারাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারাংশ গ্রহণ করিলে পরিশ্রমের সাফল্য জ্ঞান করিব ইতি।

ভবানীপুর
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ
১২৮১ সাল

শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা।

গজেন্দ্রান্বয়।

কলিকাতা নাম্নী রাজধানীর দক্ষিণে ভবানীপুর নামক এক সুপ্রসিদ্ধ নগর আছে। আদিগঙ্গাপ্রবাহতরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক যাহার পশ্চিমাশায় প্রবাহিত হইয়া পরম রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। দক্ষিণে দক্ষিণা কালী বিরাজিত থাকিয়া নগরীকে পরম পবিত্র স্থান করিয়াছে। পূর্ব্বে চক্রবেড় নামক গ্রাম চক্রাকারে পরিবেষ্টিত থাকিয়া অপবিত্র গ্রামনিচয়কে যেন পৃথক করিয়া দিতেছে। উত্তরে সৌধময়ী বিবিধজনাকীর্ণা কলিকাতা নাম্নী মহানগরী সুশোভিতা রহিয়াছে। এই চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তী ভবানীপুর নগরে অসংখ্য সুরম্য হর্ম্ম্যভবন শ্রেণীবদ্ধরূপে বিন্যস্ত থাকায় নগরের সমধিক শোভা সম্পাদিত হইয়াছে।

অত্র নগরে বহুসংখ্যক ধনাঢ্য ভদ্র লোক বসতি করেন এজন্য উহা একটী প্রধান সমাজ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ বিবুধগণ তথায় বসবাস করায় বোধ হয় সরস্বতী দেবী স্বীয় অপত্যগণ সহ এই নগরে অবস্থান করিতেছেন। উক্ত স্থানে অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করিতেন। শিবকৃষ্ণ, ভৈরবচন্দ্র এবং হরেকৃষ্ণ এই তিনজন তাঁহার সহোদর ছিলেন। রঘুকুল ধুরন্ধর রামচন্দ্রকে তদনুজগণ যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন ইঁহারাও অগ্রজ রামজয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া তদনুরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। রামজয় ও অনুজগণকে সাতিশয় স্নেহ ও যত্ন করিতেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয় এবংবিধ সদ্গুণ সম্পন্ন থাকায় সর্ব্বত্র সবিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র অশন, একবিধ বসন পরিগ্রহণ ও এক স্থানে শয়ন

করিতেন। তাঁহারা সকলেই বিদ্যানুশীলনে সতত অনুরক্ত থাকিতেন ক্ষণকালও বৃথা ক্ষেপণ করিতেন না।

শাণ্ডিল্য কুলতিলক মহাতেজস্বী যশস্বী গজেন্দ্র চন্দ্র তাঁহাদিগের জনক ছিলেন। তিনি কলিকাতা গড়গোবিন্দপুর গ্রামে বাস করিতেন। অধুনা তথায় বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় মণ্ডলাধিপতির দুষ্প্রবেশ্য, অরিদুর্ভেদ্য পরম রমণীয় দুর্গ সুনির্ম্মিত থাকিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উক্ত দুর্গ রাজধানীর সহিত সংলগ্ন থাকায় রাজধানী মনোহারিণী সুষমায় সুশোভিতা হইয়াছে। দুর্গ নির্ম্মাণ নিবন্ধন বশতই, তাহাকে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া, ভবানীপুরে বাস করিতে হইয়াছিল। তিনি জিতেন্দ্রিয় মহাজাপক এবং বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। প্রতি দিন, দিনমণির উদয়াচলাবলম্বন সময় হইতে অস্তাচলগমন সময় পর্য্যন্ত, নিত্যক্রিয়া, দেবার্চ্চনা, নিত্য হোম ও অযুত

সংখ্যক স্বাভীষ্টদেবতার মন্ত্রজপ করিতেন। এবম্বিধ ব্রহ্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার কলেবর এমৎ তেজোময় হইয়াছিল, যে সহসা তৎসমীপবর্ত্তী হইতে ব্যক্তি মাত্রেরই সাহস হইত না। তাঁহাকে দর্শন করিলে মূর্ত্তিমান ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়াই বোধ হইত।

এক দিবস তিনি স্বীয় তনয় রামজয়কে বীরপুরুষীয় সমস্ত লক্ষণে সুলক্ষিত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! তুমি অচিরাৎ একজন সুবিখ্যাত সর্ব্বজন মান্য ও পরম বদান্য হইবে এবং তোমার দ্বারা প্রচুর ধন উপার্জ্জিত হইয়া তদ্দ্বারা বহুল লোকের বিবিধ প্রকারে উপকার সংঘটিত হইবেক। রামজয় পূজ্যপাদ জনকের এবম্বিধ আশীর্ব্বাদ প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সত্যবাদিতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সদাশয়তা ও সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি গুণগ্রামের একমাত্র আধার হইয়া উঠিলেন। তিনি একান্ত পিতার আজ্ঞাপালনে রত ছিলেন।

তাঁহার অননুমতিতে কোন কার্য্যই করিতেন না। নিরন্তর পিতৃসুশ্রুষা ও তদাজ্ঞা প্রতিপালনই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। তিনি জনকের স্বর্গারোহণ সময় পর্য্যন্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দিনান্তর তাঁহার ধনার্জ্জনস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তৎকারণ এই যে তিনি দরিদ্রদিগের দুঃখ দেখিয়া একান্ত কাতর হইতেন এবং তাহা দূর করিতে পারিলে তাঁহার হৃদয়কন্দর আনন্দরসে উচ্ছলিত হইত কিন্তু তিনি তাদৃশ ধনবানের তনয় ছিলেন না সুতরাং তিনি বাসনানুরূপ দুঃখিদিগের দুঃখমোচন করিতে না পারায় সর্ব্বদা বিষাদিত থাকিতেন। একারণ ধনোপার্জ্জন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তদনুধ্যানে সর্ব্বদা সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কোম্পানি বাহাদুর বগড়ি পরগণাস্থ দুর্দ্দান্ত দস্যু সমস্তকে সমুচিত শাস্তি প্রদানে কৃত-

সঙ্কল্প হইয়া তদ্দমনার্থ কতিপয় লোককে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কিন্তু তন্মধ্যে কয়েক জন উক্ত দুর্ব্বৃত্ত দস্যুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। কেহ কেহ বা পলায়ন পরায়ণ হইয়া স্ব স্ব জীবন রক্ষা করিল। পরিশেষে পরম সাহসী, গুণরাশি, মহাতেজস্বী রামজয় পূর্ব্বোক্ত অতিদুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড মণ্ডলীর দমনার্থ নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর ছিল।

তিনি বহুসংখ্যক সিপাই ও গোরা এবং তিনজন সুচতুর কার্য্য দক্ষ ইংরাজের অধিনায়ক হইয়া তদঞ্চলীয় দস্যুকুল সমূলে নির্ম্মূল করণার্থ যাত্রা করিলেন। তৎকালে ঐ নিষ্ঠুরপ্রকৃতিক দুরাচার চুয়াড় জাতীয় দস্যুগণ তদ্দেশ নিবাসী সম্ভ্রান্ত, ঐশ্বর্য্যশালী সজ্জনগণের উপর উৎকট অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে রাজবিদ্রোহীও হইয়া উঠিত। তদর্থে দেশস্থ

সমস্ত লোক সমবেত হইয়া উক্ত দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রাজদ্বারে স্ব স্ব দুঃখ জানাইতে লাগিল। এই সময়ে সমধিক পরাক্রমশালী রামজয় মহাসমারোহে সৈন্যগণ ও অধীন কর্ম্মচারি তিনজন ইংরাজের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিতি মাত্রই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে উক্ত নৃশংস দুরাচার দস্যুদিগকে যে ধরিয়া দিতে পারিবেক, অথবা তাহাদিগের গুপ্তভবনানুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেক, তাহাকে, রাজকোষ হইতে সবিশেষ পারিতোষিক প্রদত্ত হইবেক। ইহা ভিন্ন যে প্রকার উপযুক্ত পাত্র হইবেক তদ্রূপ রাজকর্ম্ম ও পাইবেক।

এবম্বিধ ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই তৎপ্রদেশীয় বহুবিধ লোক গোবর্দ্ধন দিকপতি নামক দস্যুদলাধিপতিকে এবং তদধীনস্থ দুষ্টাত্মাদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-

ৰূপে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন দস্যুরাজ রামজয়ের নিধন সাধন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া একদিন অলক্ষিতৰূপে তাঁহার পূজাগারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে এক দীর্ঘকায় আজানুলম্বিতবাহু মহাতেজস্বী বীর-পুরুষ বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া ইষ্টদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তদানীং উক্ত দুর্বৃত্ত অসিচর্ম্মধারণ পুরঃসর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ মহাত্মার অলৌকিক বীরলক্ষণাক্রান্ত ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার বধ-সাধনে বিমুখতাবলম্বন পূর্ব্বক আলেখ্যবৎ অবস্থিত রহিল।

মুহূর্ত্তদ্বয়াবসানে মহানুভব প্রবল পরাক্রম পরম সাহসিক রামজয় নয়নযুগল উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে সম্মুখে সাক্ষাৎ শমন অসিধারণ পুরঃসর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কিন্তু তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না।

প্রভুত্যুত ঘোরতর বীরদর্পে গম্ভীর স্বরে দুরাচারের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দুর্ব্বৃত্ত তদীয়াঘুর্ণিত লোহিত লোচনাবলোকন এবং ভয়ঙ্কর গম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া বিচেতন প্রায় ক্ষণকাল অবস্থানান্তে সচকিত ও ভীত হইয়া উল্লম্ফন দ্বারা দ্বাদশ হস্ত সমুন্নত প্রাচীর অবলীলাক্রমে উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিল। সে চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্দশ হস্ত লম্ফ প্রদান করিতে পারিত। আকৃতি ভীমের ন্যায় ভয়াবহ ও সুদীর্ঘ ছিল। লোচন যুগল গোলকবৎ, ললাট, সমুন্নত ও প্রশস্ত, স্কন্দদেশ, বৃষের ন্যায় উন্নত ও মাংসল, বাহুযুগল, পরিঘবৎ সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘ এবং বক্ষদেশ সুবিস্তীর্ণ ও অতি বিশাল ছিল। সহস্র সহস্র শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও উল্লম্ফন প্রলম্ফন দ্বারা অনায়াসে তদতিক্রম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু ঈদৃশবলবীর্য্যশালী ঐ দস্যুকুলনায়ক উক্ত মহাপুরুষের নয়ন পথবর্ত্তী

হইয়া ঈদৃশ ভয়ার্ত্ত হইয়া পড়িল যে অসিচর্ম্ম-ধারী হইয়াও পলায়ন ভিন্ন পরিত্রাণের অন্যকোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিল না।

অনন্তর তিনি পূজাসমাপনান্তে বহিরাগত হইয়া দ্বাররক্ষকদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন ওহে দ্বারপালকেরা! তোমরা যেরূপ সাবধানতা সহকারে দ্বাররক্ষা করিতেছ অদ্য বিশ্বজননী ভবানী আমার প্রতি সানুকূলা না থাকিলে এতক্ষণে কোন কালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইতাম। যাহাহউক এযাত্রা আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম। ভবিষ্যতে স্বকার্য্য সাধনে এইরূপ শৈথিল্য দেখিলে কদাচ ক্ষমা করিব না বরং কঠিনতর দণ্ডভোগ করিতে হইবেক। অতএব আজ্ঞা দিতেছি যে, যে কোন প্রকারেই হউক দস্যুপতিকে ও তদীয় পারিপার্শ্বিক অনুচরবর্গকে ধৃত করিয়া অবিলম্বে মৎসকাশে উপস্থিত কর। এদনুমতিপ্রাপ্ত্যনন্তর সিপাই ও গোরাগণ সমবেত

হইয়া দলে দলে চতুর্দ্দিক্ষু অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরিশেষে বিবিধ প্রকার অনুসন্ধানের পর এক কণ্টকারণ্য পরিবৃত দুর্গম গিরিগহ্বরে উক্ত দুরাচারদিগের গুপ্তাবাসস্থান পরিজ্ঞাত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ পূর্ব্বক যুগপৎ সকলকেই ধৃত করিল এবং তৎক্ষণাৎ লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রামজয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত করিল। তখন তিনি কোম্পানি বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে উক্ত হত্যাকারী দুরাচার দস্যুগণকে উদ্বন্ধন দ্বারা বিনিপাতিত করিলেন। এবম্বিধ সুনিদারুণ দণ্ডবিধান দ্বারা অবশিষ্ট দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য এককালে তিরোহিত হইল। দেশ সম্পূর্ণরূপে শান্তি লাভ করিল। প্রজাগণ নিরুপদ্রবে আনন্দ সহকারে সময়াতিপাত করিতে লাগিল। তখন রামজয়ের প্রতাপ প্রভাকর তদঞ্চলে সমুদিত ও প্রদ্যোতিত হইয়া নিখিল নির্দ্দয় দুরাচারের উপদ্রবরূপ

তিমিররাশি এককালে বিনষ্ট করিল। অধীনস্থ তিনজন ইংরাজ এতদ্ সমস্ত বিবরণের সহিত রামজয়ের অদম্যসাহসিকতা ও বুদ্ধিচাতুর্য্যের বিষয় কোম্পানিবাহাদুরের সুগোচর করিল।

তৎপরে কোম্পানিবাহাদুর রামজয়ের এবম্বিধ কর্ম্মনৈপুণ্য ও সর্ব্বত্র সবিশেষ সুখ্যাতি-বাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে উক্ত প্রদেশে জায়গির্দার অর্থাৎ সর্ব্বাধিকারিত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন তদ্ভিন্ন বাদী প্রতিবাদীর অভিযোগ শ্রবণ পুরঃসর তদ্বিষয়ের বিচারকরণের ভারার্পণও হইল। ফলতঃ উক্ত প্রদেশে তিনিই বিচারপতি ও একমাত্র বন্দোবস্তের কর্ত্তা হয়েন। তিনিও ঈদৃশীন্যায়পরতা ও অপক্ষপাতিতা সহ প্রজাপুঞ্জের অভিযোগাদির মীমাংসা করিতে লাগিলেন যে তৎকৃত মীমাংসায় বাদী প্রতিবাদী উভয়েই পরিতুষ্ট থাকিত এবং যে সমস্ত ভূম্যাদি সম্পত্তির সনন্দ পত্র তিনি প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা

অদ্যাপি কি উচ্চ কি নিম্ন সমস্ত বিচারালয়ে বলবৎরূপে মান্য গণ্য হইতেছে। এপর্য্যন্ত কোন বিচারপতি তাঁহার স্বাক্ষরিত সনন্দ-পত্রের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি ঈদৃশ উন্নত ও সম্মানিত পদাভিষিক্ত হইয়া সমধিক ধনশালী হইলেও তাঁহার হৃদয় তমো বা গরিমা দোষে আক্রান্ত হয় নাই, বরং যতই সমৃদ্ধ ও সমুন্নত হইতে লাগিলেন ততই নম্রতা ও দয়াতে তাঁহার হৃদয় মন্দির পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। তদানীং তৎসদৃশ সহৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ন্যায়বান্ দীনবৎসল লোক অতি বিরল। তিনি বহুসংখ্যক দরিদ্র কুলীন ও মৌলিক ব্রাহ্মণ তনয় তনয়ার উপনয়ন ও পারিণয় সংস্কার দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কত কত নিরাশ্রয় দীন জনকে আশ্রয় দান ও অন্নদান দ্বারা বহুপুণ্য সঞ্চয় করেন এবং শত শত বিদ্যার্থিদিগকে অশন বসন দান দ্বারা প্রতিপালনপূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করাইয়া ধনার্জ্জন

ক্ষম করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তদানীং তিনি একমাত্র নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথের নাথ এবং নিরন্নের অন্নদাতা বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল দুর্ব্বৃত্ত দলন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তদীয় প্রশান্তচিত্ত কলুষিত হওন ভয়ে উক্ত কার্য্য পরিত্যাগার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া অবিলম্বে রাজ দ্বারে স্বাভিপ্রায় সুগোচর করত সফলপ্রযত্ন হইলেন। কিন্তু কোম্পানিবাহাদুর তাদৃশ সুবিশ্বস্ত রাজহিতান্বেষী কর্ম্মদক্ষ ধার্ম্মিক লোককে কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য অবধারিত করিয়া তদঞ্চলে কতিপয় নীল চিনি ও কোরা অর্থাৎ বসন বিশেষের কুটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে তদধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক সেই সেই কুটীর কার্য্যকদম্ব সম্যকরূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু একাকী বহু কুটীর অধিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে গুরুতর পরিশ্রম হইতে লাগিল দেখিয়া স্বীয় তনয় মৃত্যুঞ্জয়কে কতিপয় কুটীর অধ্যক্ষতাপদে অভিষিক্ত করাইলেন। তদানীং মৃত্যুঞ্জয় এক বিংশতি বর্ষ বয়স্ক ছিলেন। তিনি পূজ্যপাদ জনকের ন্যায় নানা গুণা-লংকৃত ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ কলেবরে পিতৃবৎ বীরপুরুষের সমস্ত লক্ষণ সম্যক্ লক্ষিত ছিল। সুতরাং তিনিও রাজসন্নিধানে অচিরাৎ বিশিষ্টরূপ সম্মানিত হইয়া উঠিলেন। তিনি একান্ত দীন বৎসল ও সমধিক বদান্যতম থাকায় তদ্দারাও সংখ্যাতীত মানববৃন্দের বিবিধরূপ হিতকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। রামজয় স্বীয় তন-য়ের প্রতি সমর্পিত কার্য্যকলাপবিষয়িণী সবিশেষ নিপুণতা নিরীক্ষণে হৃষ্টান্তঃকরণে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন কেবল পুত্রের ক্রমশঃ সাতটী কন্যা সন্তান হওয়ায় উত্তর

কালে বংশলোপভয়ে দিন দিন বিমনা ও নিরানন্দ হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে কোম্পানি বাহাদুর শান্তিপুর বিভাগে কতিপয় নীল ও রেশমের কুঠী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ ও সুশৃঙ্খলারূপে কার্য্যপ্রণালী নির্ব্বাহ করণ মানসে তদুভয়কেই তদধিনায়কতা কার্য্যের ভার প্রদান করিলেন। তাঁহারাও অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে তত্তৎ কার্য্যকলাপ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে চালাইতে লাগিলেন যে ঐ সমস্ত কুঠীর দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের সাতিশয় লাভ হইতে লাগিল। এখানে বকুড়ী পরগণা হইতে তাহারা উভয়ে স্থানান্তরিত হওয়ায় তৎপ্রদেশে পূর্ব্ববৎ দস্যুভয় উপস্থিত হইল। তখন কোম্পানি বাহাদুর রামজয়কে সবিশেষ অনুরোধ দ্বারা বশবর্ত্তী করিয়া তদ্দমনার্থ তথায় পুনঃপ্রেরিত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত মহাত্মা তথায়

পুনরায় যাইতেছেন এই সংবাদ দস্যুগণের কর্ণকুহরস্থ হইবামাত্র দেশে প্রায়ং শান্তি সন্নিবিষ্ট হইল। এতদ্রূপে কোম্পানি বাহাদূরের অসাধ্য সাধনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া রাজদ্বারে বিশেষ গৌরবান্বিত হইলেন।

কোম্পানি বাহাদুর তাদৃশ যোগ্যতা শালী প্রভুহিতান্বেষী লোককে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা উচিত বিবেচনা করিয়া উক্ত পরগণান্তর্গত ফরিয়াবাদ নামক স্থান, জায়গির স্বরূপে তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বনামে বা পুত্রের নামে গ্রহণ না করিয়া কোন বন্ধুবরের নামে গ্রহণ করেন। কালক্রমে ঐ কপটাচারী বন্ধু তাঁহাকে তদ্বিষয়ে প্রতারণা করেন পরে তিনিও অন্য লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলেন। অনন্তর কোম্পানি বাহাদুর রামজয়কে কোন মর্য্যাদাসূচক পদপ্রদানে সমুৎসুক হইয়া সদর আমীন নামক অভিনব বিচারপতির পদ

সংস্থাপন করয়া তাঁহাকে তৎপদাভিষিক্ত করিলেন। অধুনা উক্ত পদকে সবরডিনেট জজের পদ কহে। বঙ্গদেশে বাঙ্গালির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রামজয়ই পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সের সময় পূর্ব্বোক্ত অভিনব বিচার পতির পদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গজাতির মধ্যে সমুন্নত রাজপদ প্রাপ্তিরূপ গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মৃত্যুঞ্জয় তদানীং নস্করদীর্ঘিকা সংজ্ঞক স্থানীয় রেশমের কুঠীতে দেওয়ান ছিলেন। পিতা পুত্র উভয়ে এইরূপ উন্নত ও সম্মানসূচক পদাভিষিক্ত থাকিয়া বিপুলার্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। উক্ত অর্জ্জিত ধনদ্বারা অশেষ বিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরন্তর রত থাকিতেন। ফলতঃ সাত্ত্বিক দানেই সমধিক ধন পরিব্যয়িত হইত কদাচিৎ রাজনিক বা তামসিক কার্য্যোপলক্ষে লব্ধধন নষ্ট করিতেন। রামজয় এইরূপে অনবরত প্রচুর ধন ব্যয় করিয়া বহুলোকের বহুবিধরূপ

হিত সাধন করিয়াও পৌত্রের মুখচন্দ্র বিলোকনে বঞ্চিত থাকায় সতত বিষণ্ণ ও পরিতাপিত ছিলেন।

একদা ভাটপল্লীনিবাসী মহাতপস্বী অভীষ্ট দেব শ্রীযুক্ত রামকান্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট, রামজয় গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়গর্ভবচনে নিবেদন করিলেন হে গুরো! কিপাপে আপনার এই একান্ত ভক্ত শিষ্যের বংশলোপ হইতেছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সবিস্তার বর্ণন করিয়া তৎশান্তির সদুপায়িক সদুপদেশ প্রদানে এই শরণাপন্ন জনকে পরিত্রাণ করুন। আপনার প্রসাদে অবশ্যই আমার বংশরক্ষা হইবেক। এইরূপ বিশ্বাস আমার অন্তঃকরণে প্রস্তরাঙ্কিতবৎ সংলগ্ন রহিয়াছে কেবল কোন গ্রহবৈগুণ্য দোষেই আমার ঈদৃশ ঘটনা ঘটিতেছে জানিয়া শ্রীমচ্চরণারবিন্দে আত্মপ্রাণ ও ধন সমস্তই সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছি যথাবিহিত

কর্ত্তব্যকার্য্যের আদেশ দানে সানুকূল হইতে আজ্ঞা হউক।

অভীষ্টদেব মহাত্মা রামকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়, প্রিয়তম শিষ্য রামজয়ের এবম্বিধ কাতরোক্তি শ্রবণে সমধিক দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানযোগে দেখিলেন যে শিষ্যোত্তমের বংশলোপের আশঙ্কা নাই। তখন মুক্তকণ্ঠে কহিলেন বৎস! কাতর হইও না। অচিরাৎ তোমার পুত্রবধূর অষ্টম গর্ভে এক সুপুরুষ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং তিনিই তোমার বংশধর হইয়া সর্ব্বাংশে বংশকে সমুজ্জ্বল করত অত্রে অবনীমণ্ডলে ধনে মানে পরিপূর্ণ হইয়া পরম যশস্বী হইবেন। আমি তাঁহার নাম কালীমোহন রাখিলাম। অদ্যাবধি তুমি স্বীয় তনয় মৃত্যুঞ্জয়কে প্রতিদিন এক একটী পার্থিব শিবলিঙ্গের সম্যগর্চ্চনা করিতে কহিবে। অচিরাৎ মহাবলী কুশলী বহুগুণাকর ধার্ম্মিকবর

নবকুমার ভবদীয় জন্মান্তরীণ ও ইহজন্মার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ ভবৎপুত্রবধূর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহণ করিবেন।

গুরুদেবের এবম্বিধ আশীর্ব্বচন প্রভাবে ও শিবপূজার ফলে তদ্দিবসাবধি বর্ষচতুষ্টয়ের মধ্যে কালীমোহন ঐ পুণ্যবতীর গর্ভপথ দ্বারা এই ধরণীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তখন রামজয়ের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি পৌত্রবরের মুখারবিন্দ নিরীক্ষণে পরমানন্দ সহকারে সংখ্যাতীত বাদ্যকরকে বিবিধ প্রকার বসন ভূষণ দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠিকাদেবী পূজোপলক্ষে সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সুস্বাদ মিষ্টান্ন ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত করত তাঁহাদিগের চরণধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক জাতবালকের শিরসি সমর্পিত করিলেন। ষণ্মাসে অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যেরূপ অন্নদান করিয়াছিলেন বোধ হয় তৎকালে সেরূপ অন্নপ্রাশন, উক্ত ভবানীপুরে

বা তদন্তঃপাতী গ্রামনিচয়ে কাহারও হয় নাই। কারণ রামজয় প্রথম দিনে অসংখ্য ব্রাহ্মণ-দিগকে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ সুরস ভক্ষদ্রব্য ভোজন করান। পরাহে সহ-স্রাধিক ব্রাহ্মণীদিগকে উক্তবিধ অশনাদি দ্বারা পরিতৃপ্তা করেন। তৎপরাহে কায়স্থ প্রভৃতি নবশাখবর্গকে পূর্ব্ববিধ অশেষবিধ অশনীয় দ্রব্য ভোজন করাইলেন। তদন্তে ডিণ্ডিম দ্বারা সংখ্যাতীত কাঙ্গালিদিগকে আহ্বান করাইয়া বিবিধরূপ মিষ্টান্ন দান ও প্রত্যেক পুরুষকে দুই আনা প্রত্যেক স্ত্রীলোককে এক আনা এবং প্রত্যেক বালক বালিকাকে অর্দ্ধআনা হিসাবে তাম্র মুদ্রা দান করেন। পরিশেষে জনেক সম্ভ্রান্ত যবনের ভবনে বহুসংখ্যক যবনকেও উষ্ট্রমাংস প্রভৃতি বিবিধ ভোজনীয়দ্রব্য ভোজন করাইয়াছিলেন। ফলতঃ কালীমোহন সর্ব্বজা-তীয় অগণ্য স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকাকে অন্না-শন করাইয়া স্বয়ং অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রামজয়ের পরমেষ্টদেব পূজ্য-পাদ শ্রীযুক্ত রামকান্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মাদরাল নামক গ্রামে এক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তৎপ্রতিষ্ঠার্থে রাম জয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য প্রাপণাশয়ে সমা-গত হইলেন। রামজয় গুরুদেবকে দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তচ্চরণারবিন্দে দশসহস্র রজত মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করি লেন। তিনিও বিনাপ্রার্থনায় প্রচুরধনলাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ও কালীমোহনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অকাতরে লব্ধ সমস্তধন পরিব্যয়িত করিয়া বাসনানুরূপ দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কালীমোহন পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ করিয়া স্বল্পকালের মধ্যে তৎকালোচিত বিদ্যাভ্যাস দ্বারা একপ্রকার কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। তদ্দৃষ্টে রামজয় সাতিশয় হর্ষ পূর্ব্বক গর্ভাষ্টম সময়ে পৌত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন

করিলেন। তিনিও সাবিত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া পিতৃপিতামহের ন্যায় ব্রহ্মানুষ্ঠানে একান্ত অনুরক্ত হইলেন। দিন দিন ধর্ম্মানুরাগিতা দীনবৎসলতা ও সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণ দ্বারা তিনি সর্ব্ব সাধারণের অত্যধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে রামজয় পুত্র পৌত্র প্রভৃতি পরিজনগণকে রাখিয়া পঞ্চ সপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ধরণীতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তখন তদাত্মজ মৃত্যুঞ্জয় পূজ্যপাদ জনকের যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া যথাসাধ্য আদ্য শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিলেন। রামজয় যদিও প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু মুক্তহস্ত পুরুষ থাকায় উপার্জ্জিত ধনরাশি প্রায় সমস্তই ব্যয় করিয়া যান। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় পিতৃ সঞ্চিত ধন কিছুই প্রাপ্ত হয়েন নাই। কেবল আপনি রেশমের কুটীর দেওয়ানী পদস্থ থাকায় যে কিছু ধনাগম করিতেন

তদ্দ্বারা সাধ্যমত পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়াছিলেন বস্তুতঃ মৃত্যুঞ্জয় বাঞ্ছামত পিতৃ কৃত্য করিতে না পারায় প্রত্যেক মাসিক উপ লক্ষে শতসংখ্যক ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া কতক ক্ষোভ নিবা রণ করেন। এইরূপে মাসিক ষাণ্মাসিক ও আব্দিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচুরার্থ ব্যয় করিয়া অমিতব্যয়িতা বশতঃ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি লেন। খেদের বিষয় এই যে ঐ সময়ে তাহার দেওয়ানী পদও রূপান্তর হইল। সুতরাং তিনি স্বীয় নির্দ্ধারিত ব্যয় চালাইবার জন্য একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সুশীল নম্রপ্রকৃতি কৃতবিদ্য শ্রীমান্ কালী মোহন পিতার ঈপ্সিতানুরূপ ব্যয় চালাইবার মানসে ধনার্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভবানীপুর নিবাসী পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে ও পূর্ব্বপুরুষ দিগের পুণ্যফলে একবালে ঊনবিংশতি বর্ষ বয়সে

কৌন্সিল মার্টিন সাহেবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইলেন। রামকমল মূলতান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এই ভূভাগমধ্যবর্ত্তি প্রায় সহস্রাধিক লোকের বিষয় কর্ম্ম করিয়া দিয়া জীবনোপায়ের সংস্থান করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

কালীমোহন কৌন্সিল মার্টিন সাহেবের নিকট হইতে ন্যায় মার্গানুসারে যে কিছু ধনাগম করিতে লাগিলেন তৎসমস্তই মাসে মাসে আর্য্য জনকের হস্তে সমর্পণ করিয়া কতক পরিতুষ্ট ছিলেন। তিনি স্বয়ং এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না। ঈদৃশ সাধু ব্যবহার ও পিতৃ ভক্তির ঐকান্তিকতা দর্শনে মৃত্যুঞ্জয় তনয়ের উপর সমধিক সন্তুষ্ট ছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি স্বীয় অপত্যকে পরিণীত করণ মানসে কৃতোদ্যম হইয়া চট্টানিবাসী অতিতেজস্বী মহাত্মা জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লক্ষ্মী-রূপা সুরূপা গুণবতী দুহিতার সহিত উদ্বাহ সংস্কার সম্পাদন করেন। মহানুভব কালী

মোহন সর্ব্বসুলক্ষণা রমণীর সুকোমল করকমল গ্রহণ করায় দিন দিন সর্ব্ববিধ সুখ সমৃদ্ধিতে সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জিত ধন দ্বারা পিতৃ পিতামহাদির আচরিত কীর্ত্তিকলাপ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কৌন্সিল মার্টিন সাহেবের নিকট ক্রমাগত চতুর্দ্দশ বর্ষ বিষয় কর্ম্ম করিয়া ধনে মানে বিলক্ষণ গৌরবান্বিত হইয়া উঠিলেন। কৌন্সিল মার্টিন সাহেব ইংলণ্ড গমন কালে মাষ্টর এলেন সাহেবের হস্তে কালীমোহনকে সমর্পণ করিয়া যান। দীনবৎ-সল বদান্যতম এলেন সাহেব মার্টিন প্রমুখাৎ তাহার কার্য্যপটুতা ও সচ্চরিত্রতা অবগত হইয়া মাসিক দুইশত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষতা ও কোষাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও আলস্য এবং ঔদাসীন্য পরিবর্জ্জিত হইয়া আন্ত-রিক যত্নসহকারে প্রভুকার্য্য সম্পাদন দ্বারা অতি বিশ্বস্ত ও অনুগ্রহ পাত্র হইয়া উঠিলেন।

মাষ্টার এলেন সাহেব যাহাতে কালীমোহন সবিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী হয় তদর্থে তাহাকে বিবিধরূপ উপায় দ্বারা প্রচুরার্থ দেওয়াইতে লাগিলেন। কালীমোহন ঐরূপে বহুল ধন লাভ করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় জনকের জীবনান্ত সময় পর্য্যন্ত তদীয় বাসনানুরূপ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ দ্বারা পিতাকে নিরন্তর পরিতুষ্ট রাখি-য়াছিলেন স্বীয় সুখাভিলাষ চরিতার্থ করণার্থ কিছুমাত্র ব্যয় করিতেন না। কেবল পূজ্যপাদ জনকের ইচ্ছামত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলেই পরমানন্দিত হইতেন। ঐ পরোপ-কারী সদাচারী ধর্ম্মপরায়ণ বিগতস্পৃহ মৃত্যু-ঞ্জয়, সরলতা অমায়িকতা এবং পরহিতৈষিতা গুণে ভবানীপুরস্থ সমস্ত ভদ্র সন্তানের ও অপর সাধারণের পূজনীয় এবং প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিপন্ন ব্যক্তি শরণাপন্ন হইলে স্বতঃপরতঃ যে কোন উপায়ে তাহাকে উক্ত বিপদ্পাত হইতে রক্ষা করিতেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত

রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়, যিনি মহীশূর রাজপুত্র-দিগের সুপারিণ্টেণ্ড্যাণ্ট আফিসে দেওয়ান ছিলেন এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ দ্বারা জনসমাজে সুবিখ্যাত থাকায় অত্র ভবানীপুরে বদান্যতম ও ক্রিয়াবান বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন, ইনি উক্ত মৃত্যুঞ্জয়ের পরম সুহৃদ, এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বলরাম দাসবসু এই তিন জন তাঁহার পরমাত্মীয় ও সুহৃত্তম ছিলেন। ইঁহাদিগের দ্বারা নানা দেশীয় সংখ্যাতীত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের চরণ ধূলি ভবানীপুর গ্রামে প্রতিবর্ষে তিন চারি বার পতিত হইত। তাহাতেই গ্রামটী অতি পবিত্র স্থান ছিল। উক্ত তিন জন মহাত্মার সাত্বিক দানে নগরী সমুন্নতা ও সমুজ্জ্বল ছিল। ইঁহাদিগের সদৃশ দাতা, ক্রিয়াবান্ লোক তদানীং এতদঞ্চলে কেহই ছিলেন না। ইদানীং নিতান্তই অসদ্ভাব। কালক্রমে মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়সে ইহলোক হইতে

লোকান্তর গমন সময়ে কালীমোহনকে রূপচাঁদ বাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। বহু দিবস পরে রূপচাঁদ বাবুও ভূলোক হইতে দ্যুলোক গমন কালে প্রিয় পুত্র শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়কে কালীমোহনের হস্তে সমর্পণ করিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করিয়া যান। কালীমোহন ও কেদারনাথ পরস্পর একরূপ প্রণয় পাশে আবদ্ধ আছেন যে উভয়েই উভয়ের সম্মতিক্রমে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। কেদারনাথ অমায়িক সত্যবাদী ও পরহিতৈষী। নম্রতা ও সদাশয়তা দ্বারা সকলেরই প্রিয়তম। যে কোন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় তাহাকে পরম সমাদর ও গৌরব সহকারে সম্বর্দ্ধনা করেন। ইনি মহীশূর রাজপুত্রদিগের এবং মেটেবুরুজ বাসী লক্ষ্ণৌ রাজ্যেশ্বরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিসে দেওয়ান আছেন। যখন কালীমোহন পিতৃ বিয়োগে একান্ত কাতর হইয়া বন্ধু বান্ধবগণ সহ তাঁহার

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে তস্য আদ্য কৃত্য কিরূপে সুসম্পন্ন হইবেক তচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়েন। এমন সময়ে আশ্রিত বৎসল বদান্যতম মাষ্টার এলেন সাহেব কালীমোহন প্রমুখাৎ তস্য পিতৃ বিয়োগ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার শোকবিষণ্ন বদনসুধাকর ম্লান দেখিয়া সস্নেহ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করত তৎপিতৃ শ্রাদ্ধার্থে প্রার্থনানুরূপ প্রচুর ধন দান করিলেন। তখন কালীমোহন হৃষ্টচিত্তে সম্ভবমত পিতার আদ্যকৃত্য সম্পাদন করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিনান্তে তিনি পিতৃবিনষ্ট পূর্ব্ব সম্পত্তির কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া হস্তগত করিলেন। তদানীং কালীমোহন একটী পবিত্র ব্রতাবলম্বন করেন অর্থাৎ অন্নার্থী হইয়া যে কেহ দ্বারস্থ হইবেক সে ব্যক্তি যেন কদাচ বিমুখ না হয়। এতদাজ্ঞা পরিবারবর্গ মধ্যে প্রচার করিয়া বহির্বাটীতে দুইজন পাচক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করত অভুক্ত দিগকে অকাতরে অন্নদান করিতে লাগি-

লেন। সুতরাং তিনি ক্রমে ক্রমে বদান্যতম পরোপকারী দয়াবান ও অন্নদাতা বলিয়া অত্র নগরে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। ফলতঃ এই ভবানীপুর নগরে তদপেক্ষা অনেক ধনাঢ্য লোক আছেন বটে কিন্তু স্বতঃ পরতঃ পরোপকারিতা ও অকাতরে অন্নদান বিষয়ে তৎ সদৃশ লোক কাহাকেও দেখা যায়না।

কালীমোহন পৈতৃক ভবনে সঙ্কীর্ণ স্থান বিধায় ভবানীপুরান্তর্ব্বর্ত্তী বেলতলা গ্রামে এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া তদুপরি সুরম্য হর্ম্ম ভবন নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া দারাপত্য পরিজন সহ পরম সুখে বাস করিতেছেন। তিনি প্রতিদিন দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন না করাইয়া ভোজন করেন না তদ্ভিন্ন উপস্থিতমতে অভ্যাগত বিমুখ হয়না। অতএব জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে, এই মহাপুরুষকে দীর্ঘজীবী রাখিয়া বহুল লোকের হিত সাধন করাইতে থাকুন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)